রাসূল صلى الله عليه وسلم এর বাল্যকাল

27-Aug- 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

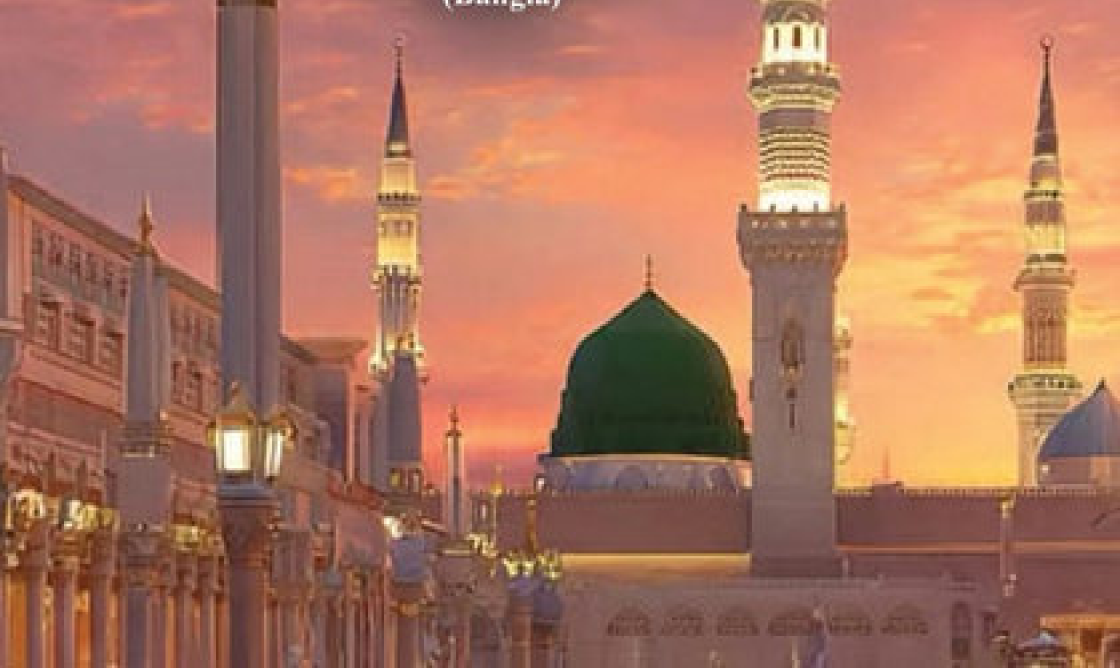

রাসূল ﷺ এর

বাল্যকাল

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

২৭ আগস্ট ২০২৬ইং এর সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত.. 4
বয়ান শোনার নিয়ত 5
হযরত আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্ন.. 5
রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুধমাতাগণ.. 7
!اللّٰہ !اللّٰہ ওই শৈশবের কী অপরূপ সৌন্দর্য 9
রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সত্তার বিস্ময়কর বরকতসমূহ....... 11
মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব পরিচিতি.. 13
কখন কখন بِسْمِ اللّٰه পড়া উচিত?.. 16
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক অস্তিত্বের বরকত 19
ইয়েমেনে সফর.. 20
নেক আমল নম্বর ৩১ এর প্রতি তাকিদ:.. 22
সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব 22
ঘোষণা.. 23
দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 24
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 24
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 24
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 25
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 25
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 25
(৬) দরূদে শাফায়াত:.. 26

(১) এক হাজার দিনের নেকী 26
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 26
সুগন্ধি ব্যবহারের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব 27
বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করার সময়কার দোয়া 28
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি.. 29
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 30
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী.. 32
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 32
মাসিক ৪টি নেক আমল.. 33
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 33
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া.. 33

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়তও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ

অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। **(মু'জামু কবীর, ৩/৮২, নং: ২৭২৯)**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

অনেক বড় আশিকে রাসূল হযরত ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যিনি জাগ্রত অবস্থায় ৭৫বার প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করেছেন, তিনি লিখেন: (প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাদাজান) হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, (একবার) আমি হাজরে আসওয়াদের পাশে ঘুমাচ্ছিলাম

তো একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখলাম, যার কারণে আমার ভেতর অনেক ভয় সঞ্চার হলো, অতঃপর আমি একজন কুরাইশী ভাগ্য গণনাকারীর কাছে গেলাম আর বললাম আমি রাতের স্বপ্নে একটি বৃক্ষ দেখতে পেয়েছি, যার উচ্চতা আকাশ ছুঁয়েছে এবং শাখা-প্রশাখা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই গাছ থেকে নির্গত নূরের উজ্জ্বলতা সূর্যের আলোর চেয়ে ৭০ গুণ বেশি। তার সামনে আরব ও অনারব সিজদানত রয়েছে এবং তার মহিমা, আলো ও উচ্চতা প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক মুহূর্তে তা অদৃশ্য হয়ে যায়, তো পর মুহূর্তেই প্রকাশ পায়। কুরাইশদের একটি দল তার শাখা-প্রশাখা আঁকড়ে ধরে আছে, অন্যদিকে আরেকটি দল তা কেটে ফেলতে চায়। যখনই এই দলটি তা কাটার জন্য কাছে পৌঁছাল, তখনই এক যুবক তাদের ধরে ফেলল। এত রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী এবং পরিচ্ছন্নতা ও সুবাসে সুবাসিত যুবক আমি আর কখনো দেখিনি। এরপর এই সুন্দর যুবকটি সেই দলের লোকদের কোমর ভেঙে দিল এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলল।

আমি বৃক্ষটির ফল নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম কিন্তু কিছু নিতে পারলাম না। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটির ফল কে নিতে পারবে? উত্তর পেলাম: শুধুমাত্র ওইসব ব্যক্তি যারা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। এরপর আতঙ্কিত অবস্থায় আমার চোখ খুলে গেল। হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, আমি যখন গণকের মুখের দিকে তাকালাম, তখন তার মুখের রঙ উড়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল), এরপর সে ব্যাখ্যা করল: যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে, তবে তোমার পৃষ্ঠদেশ (বংশ) থেকে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যিনি পূর্ব ও

পশ্চিমের মালিক হবেন এবং এক বিশাল সৃষ্টি তাঁর সৌন্দর্য ও মহিমা দেখে তাঁর অনুগামী হয়ে যাবে। **(খাসায়িসুল কুবরা, বাবু রু'য়া আব্দুল মুত্তালিব, ১/৬৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যেই নূরটি স্বপ্নে দেখেছেন তিনি ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ, মোতাবেক ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ, সোমবারের সুবহে সাদিকের উজ্জ্বল, আলোকিত ও মনোহর মুহূর্তে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুরতে চিরন্তন সৌভাগ্য ও অনন্ত আনন্দের নূর হয়ে মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। **(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া লিল কুস্তলানী, ১/৬৬-৭৫)**

আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভ জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই অন্ধকারের মেঘ কেটে গেল, ইরানের সম্রাট কিসরার রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠল এবং তার চৌদ্দটি (১৪) গম্বুজ ভেঙে পড়ল, ইরানের অগ্নিকুণ্ড যা এক হাজার (১০০০) বছর ধরে প্রজ্জ্বলিত ছিল তা নিভে গেল, সাওয়া নদী শুকিয়ে গেল এবং কাবা শরীফ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। **(বসন্তের প্রভাব, ২)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب   صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুধমাতাগণ

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বেলাদতের পর সর্বপ্রথম তাঁর আম্মাজান হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا তাঁর কলিজার টুকরাকে দুধ পান করিয়েছেন এরপর আবু লাহাবের আযাদকৃত কন্যা হযরত সুওয়াইবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এই সৌভাগ্য অর্জন করেন। এদের পর তাঁকে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন হযরত হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا।

(সিরাতে রাসূলে আরবী, পৃ:৫৯) যেই সৌভাগ্যবান মহিলারা রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য করেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত উম্মে আয়মন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর মুবারক নামও রয়েছে।

(সিরাতে হালবিয়া, বাবু যিকরু রদ্বাআ ওয়ামা ইত্তেসালু বিহি, ১/১২৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেই সৌভাগ্যবান মহিলারা রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, ওইসব মহিলাদের ঈমানের দৌলত নসীব হয়েছে।

হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا ঈমানের দৌলত অর্জন করা ছাড়াও অন্যান্য আরও যেসব বরকত দ্বারা ধন্য হয়েছেন আসুন! এই ব্যাপারে রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বাল্যকালে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা শ্রবণ করি।

শায়খুল হাদিস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তাঁর কিতাব ‘সিরাতে মুস্তফা’ তে লিখেন: আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করানোর জন্য আশপাশের গ্রামগুলোতে পাঠিয়ে দিতেন। গ্রামের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও শরীর গঠন যেমন ভালো হতো, তেমনি তারা খাঁটি ও ফাসিহ (সাবলীল) আরবি ভাষাও শিখতে পারত। কারণ বহিরাগত লোকদের মেলামেশার ফলে শহরের ভাষা খাঁটি, ফাসিহ ও বলিগ (অলংকারপূর্ণ) থাকত না। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا অর্জন করেছেন। তিনি রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শৈশবে দুধ পানকালীন মুজিযাসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি বনু সা'দ গোত্রের নারীদের সাথে দুধপোষ্য

শিশুদের সন্ধানে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমার কোলে একটি শিশু ছিল, কিন্তু অভাব-অনটন ও দরিদ্রতার কারণে আমার স্তনে তাকে পেট ভরে দুধ পান করানোর মতো পর্যাপ্ত দুধ ছিল না। সারারাত শিশুটি ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করত এবং কান্নাকাটি করত, আর আমরা তাকে শান্ত করার এবং সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে পুরো রাত বসেই কাটিয়ে দিতাম। আমাদের কাছে একটি উটনীও ছিল, কিন্তু সেটির ওলানেও কোনো দুধ ছিল না। মক্কা মুকাররমার সফরে আমি যে খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলাম, সেটিও এতটাই শীর্ণ ও দুর্বল ছিল যে কাফেলার অন্যান্যদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না; আমার সহযাত্রীরাও এর ওপর অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। চরম কষ্ট ও কঠিন পথ অতিক্রম করে এই সফর শেষ হলো। (অবশেষে এই কাফেলা মক্কায় পৌঁছে গেল এবং বনু সা'দের নারীরা দুধ পান করানোর জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে শিশুর সন্ধান করতে লাগল। সেইসব নারীদের সকলেই দুধ পান করানোর জন্য শিশু পেয়ে গেল, কিন্তু হযরত হালীমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا দুধ পান করানোর জন্য কোনো শিশু পেলেন না। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে হযরত হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সুপ্ত ভাগ্য জেগে উঠল এবং রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর কোলে আগমন করলেন।) **(সিরাতে মুস্তফা, পৃ:৭৩)**

اللّٰہ! اللّٰہ! ওই শৈশবের কী অপরুপ সৌন্দর্য

হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا যখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে নেওয়ার জন্য রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুমহান ঘরে গেলেন তো বললেন: আমি দেখলাম যে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুধের চেয়েও ধবধবে সাদা পশমী কাপড়ে জড়ানো ছিলেন, যা থেকে মেশক ও আম্বরের সুবাস

ছড়িয়ে পড়ছিল। নিচে একটি সবুজ রঙের রেশমী কাপড় বিছানো ছিল আর তিনি পিঠ ঠেকিয়ে পরম শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বলেন: আমি চাইলাম যে, রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ঘুম থেকে জাগ্রত করবো কিন্তু তখনই তাঁর চক্ষু মুবারক খুলে গেল। এরপর আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছাকাছি হয়ে আমার হাতে উঠিয়ে রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বুকের উপর হাত রাখলাম তো রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারকে মুচকি হাসি ভেসে উঠল এবং তাঁর চক্ষু খুলে দিল আর আমাকে দেখতে লাগল, যখনই রাসূলে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন, তাঁর পবিত্র চক্ষু মুবারক থেকে নূর নির্গত হলো, যেটা আসমানের দিকে প্রসারিত হলো। আমি আদর ও ভালোবাসায় রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কপালে চুম্বন দিলাম।

(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/১৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চিত এটি আল্লাহ পাকের মহান অনুগ্রহ ছিল যে, হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর ঘুমন্ত ভাগ্য জাগ্রত হয়ে উঠল এবং নবীয়ে দোজাহান صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার কোলে আগমন করলেন। তাঁর তাবুতে এনে যখন তিনি দুধ পান করাতে বসলেন তখন রহমতের বৃষ্টির মতো নবুয়তের বরকতসমূহ প্রকাশ পাওয়া শুরু হলো, খোদার শান দেখুন হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর স্তনে এত পরিমাণ দুধ নেমে এলো যে, রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর দুধভাই দুজনেই পেট ভরে দুধ পান করলেন এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। অন্যদিকে উটনীটির দিকে তাকিয়ে দেখা গেল, সেটির ওলানও দুধে ভরে গেছে। হযরত হালিমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর স্বামী তার দুধ দহন

করলেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে দুধ পান করলেন। ফলে পুরো রাত পরম সুখ ও শান্তিতে ঘুমানোর সৌভাগ্য তাঁদের নসীব হলো।

হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর স্বামী রাসূলে আকরাম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বরকত দেখে অবাক হয়ে গেলেন আর বলতে লাগলেন: হালিমা! তুমি সত্যিই পবিত্র একটি বাচ্চা নিয়ে এসেছো। হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বললেন, আসলেই আমারও এই ধারণা।

(সিরাতে হালবিয়া, ১/১৩২। মুসনদে আবি ইয়া'লা, ৬/১৭১, হাদিস: ৭১২৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب   صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক সত্তার বিস্ময়কর বরকতসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার বরকতের কোন সীমা নেই, রাসূলে করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর ঘরকে তাঁর আগমনের সম্মান দান করেছে চারিদিকে বাহার চলে এসেছে, রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার বরকতে না শুধু হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বরকত পেয়েছেন বরং তাঁদের পশুও রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে খুব খুব ফয়েয ও বরকত লাভ করেছে, যেমন

হযরত হালিমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বলেন: (যখন) আমি রাসূলে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কোলে নিয়ে মক্কা শরীফ থেকে নিজের গ্রামের দিকে রওনা করলাম তখন আমার সেই আগের খচ্চরটি এতো পরিমাণ দ্রুতগামী

হতে লাগল যে, কোন আরোহী তার আশেপাশে আসতে পারছিল না, কাফেলার মহিলারা অবাক হয়ে আমাকে বলতে লাগল যে, হে হালিমা! এটা কি সেই খচ্চর যার উপর আরোহন করে তুমি এসেছিলে নাকি অন্য আরেকটি দ্রুতগামী খচ্চর ক্রয় করেছো? মোটকথা আমরা যখন আমাদের ঘরে পৌঁছলাম তখন সেখানে চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল, সমস্ত পশুর স্তনে দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার ঘরে কদম রাখতেই আমার ছাগলগুলোর স্তনে দুধ এসে ভরে গেল, এখন প্রতিদিন আমার ছাগলগুলো যখন মাঠে চড়ে এসে ঘরে ফিরে আসে তখন তাদের স্তন দুধে ভরা থাকে অথচ পুরো মহল্লায় আর কারো পশুর মধ্যে এক ফোটা দুধও পাচ্ছিল না, আমার গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদের বলল যে, তোমরাও আমাদের পশুগুলোকে ওই জায়গায় চড়াবে যেখানে হালিমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পশুগুলো চড়ে। কাজেই সবাই একই চারণভূমিতে নিজেদের গবাদিপশু চরাতে লাগল, যেখানে আমার ছাগলগুলো চরত। কিন্তু এখানে চারণভূমি বা জঙ্গলের তো কোনো ভূমিকাই ছিল না; এটি তো ছিল রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের বরকতের ফয়েয (দান), যা আমি ও আমার স্বামী ছাড়া আমার গোত্রের আর কেউ বুঝতে পারছিল না। **(সিরাতে মুস্তফা, পৃ:৭৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেড়ে ওঠা অন্য শিশুদের চেয়ে অনন্য ছিল। অর্থাৎ তাঁর পবিত্র শরীরের বৃদ্ধি অন্য শিশুদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। মাত্র এক দিনে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শরীরে এতটুকু বৃদ্ধি ও শক্তি চলে আসত, যতটুকু সাধারণত অন্য শিশুদের এক মাসে আসে।

হযরত ইমাম আব্দুল্লাহ মারওয়াযী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বর্ণনা করেন, যখন রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বয়স ২ মাস হলো, তখন তিনি শিশুদের মতো হাঁটু গেড়ে (হামাগুড়ি দিয়ে) চলতে লাগলেন। ৩ মাস বয়সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে লাগলেন। ৪ মাস বয়সে দেয়ালের সাথে হাত রেখে চারপাশে হেঁটে বেড়াতেন। ৫ মাস বয়সে তাঁর চলাফেরার পূর্ণ শক্তি অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। যখন মুবারক বয়স ৬ মাসে পৌঁছাল, তখন তিনি দ্রুত হাঁটতে শুরু করেন। ৭ মাসে পৌঁছালে সবদিকে সুন্দরভাবে দৌড়াতেন এবং ৮ মাসের হলে এমনভাবে কথা বলতেন যে, তা স্পষ্টভাবে বোঝা যেত। ৯ মাস বয়সে তিনি প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। আর যখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স মুবারক ১০ মাস হলো, তখন তিনি শিশুদের সাথে তীরন্দাজিতেও সবাইকে ছাড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন: لِلّٰهِ دَرُّكَ يَا نَفْسُ اَنَا اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ অর্থাৎ "হে নফস! আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র (সন্তান)। এই দিনগুলোতে লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?" তিনি বললেন, "আমি শক্তির দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী একজন আরব, বল্লম চালনায় এদের সবার চেয়ে বেশি বীর এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ)।

(মেরাজুন নবুয়ত, পৃ:৫৫)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর শৈশব মুবারক সম্পর্কিত আরও তথ্যের জন্য

মাকতাবাতুল মদীনার বই "সীরাতে মুস্তফা", "সীরাতে রাসূলে আরবী" এবং "সীরাতে মুস্তফা জানে রহমত" অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এসব কিতাবে নবুয়ত প্রকাশ ও হিজরতের আগের ও পরের ঘটনাবলী, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইখতিয়ার বা ক্ষমতা, শৈশব ও পারিবারিক অবস্থা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটনাবলী ছাড়াও জড় পদার্থ (অর্থাৎ নিস্পন্দ জিনিস), উদ্ভিদ (গাছপালা ইত্যাদি), প্রাণী ও জ্বিন ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত মুযিজাসমূহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়ার বিনিময়ে এই বইগুলো সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও এতে উৎসাহিত করুন। দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই বইগুলো পড়া, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট (Print) করা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! বরকতের হাসিল ও রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য তাঁর পবিত্র বাল্যকালের আরও কিছু সুন্দর সুন্দর আমল সম্পর্কে শুনি, যেমন

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বয়সের শুরুর দিকে জন্ম হতেই যেসব কথা বলেছেন তা হলো اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا, ফেরেশতাগণ তাঁকে দোলনায় দোলাতেন। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ১/৩৪৯)**

হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন, আমি আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমাকে আপনার নুবয়তের আলামতই দ্বীনে

ইসলামে প্রবেশ করার দাওয়াত দিয়েছিল। আমি দেখলাম যে, তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোলনায় থাকা অবস্থায় চাঁদের সাথে কথা বলতেন এবং তিনি নিজের আঙুল মুবারক দিয়ে যেদিকে ইশারা করতেন, চাঁদ সেদিকেই হেলে পড়ত। **(জামউল জাওয়ামি, ৩/২১২, হাদিস: ৮৩৬১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

শিশুদের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী তিনি কখনোই কাপড়ে মল-মূত্র ত্যাগ করেননি; বরং সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সময়ে শৌচকর্ম বা হাজত পূরণ করতেন। **(মাআরিজুন নবুওয়ত, পৃ:৫৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন থেকে কথা বলা শুরু করেন, بِسْمِ الله পড়া ছাড়া কখনো কোনো কিছুর দিকে হাত বাড়াননি এবং কখনো বাম হাত দিয়ে কোনো কিছু গ্রহণ করেননি।

(মাআরিজুন নবুয়ত, পৃ:৫৬)

হযরত হালিমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: দুধপানের বয়সে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লালন-পালন ও দেখাশোনার ক্ষেত্রে আমি অনেক আরাম ও স্বস্তি পেয়েছিলাম। **(মাআরিজুন নবুওয়ত, পৃ:৫৬)**

আমি যখন তাঁকে গোসল করাতে চাইতাম, তখন গায়েব (অদৃশ্য) থেকে কেউ আমার আগেই তা করে দিত। **(মাআরিজুন নবুওয়ত, পৃ:৫৬)**

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যান্য শিশুদের মতো না চিৎকার-চেঁচামেচি করতেন, আর না কান্নাকাটি ও আহাজারি করতেন। **(মাআরিজুন নবুয়ত, পৃ:৫৬)**

প্রতিদিন সূর্যের মতো একটি নূর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে হাজির হতো, যা তাঁকে ঢেকে নিত এবং এরপর আবার সরে যেত। **(মাআরিজুন নবুওয়ত, পৃ:৫৬)**

হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বর্ণনা করেন: একদিন হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কোলে ছিলেন, এমন সময় কয়েকটি ছাগল সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি ছাগল এগিয়ে এল এবং দ্রুত তার কপাল মাটিতে রাখল (অর্থাৎ সেজদা করল এবং তারপর) হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মাথায় চুমু খেয়ে ফিরে গেল।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাল্যকালের পবিত্র স্বভাগুলো কত চমৎকার ছিল যে, তিনি দোলনা থেকে চাঁদের সাথে খেলা করতেন, তিনি সাধারণ বাচ্চাদের কান্না, চিৎকার-চেঁচামেচি করতেন না, তিনি যখন কথা বলা শুরু করেছিলেন তখন সর্বপ্রথম মুখে আল্লাহ পাকের নাম মুবারক নিয়েছেন, তিনি যখন কোনো কিছু নেওয়ার জন্য সামনে হাত বাড়াতেন তখন بِسۡمِ اللّٰهِ শরীফ বলতেন এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে সর্বদা ডান হাত ব্যবহার করতেন।

কখন কখন بِسۡمِ اللّٰهِ পড়া উচিত?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করে প্রতিটি জায়িয কাজের পূর্বে بِسۡمِ اللّٰهِ শরীফ পড়া দরকার কেননা এর দ্বারা কাজে বরকত হয় এবং যেই কাজের শুরুতে بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পড়া হয় না সেটা অসম্পূর্ণ রয়ে যায় যেমন,

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সহকারে শুরু করা না হয় তো সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। (আদ দুররে মানসুর, ১/২৬) সুতরাং খাবার খাওয়া, পানি পান করা, কোনো জিনিস রাখা বা উঠানো, দস্তরখানা বিছানো বা উঠানো, দোকান খোলা বা বন্ধ করা, তেল লাগানো বা আতর লাগানো, বয়ান করা, নাত শরীফ শোনানো, জুতা পরিধান, পাগড়ী পরিধান, দরজা খোলা বা বন্ধ করা, মোটকথা প্রতিটি জায়িয কাজের শুরুতে (যেটাতে শরয়ী কোন নিষেধাজ্ঞা থাকবে না) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ার অভ্যাস গড়ে এটির বরকত লুফে নেয়াটা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করার নিমিত্তে না কেবল স্বয়ং নিজে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করবো বরং নিজেদের সন্তানদেরকেও এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে এই বিষয়ে খেয়ালা রাখবেন যে তাদেরকে টাটা, পাপা শেখানোর পরিবর্তে শুরুর দিকে আল্লাহ পাকের নাম নেওয়া শেখাবেন, তাদের সাথে খেলার ছলে তাদের সামনে বার বার !الله !الله বলতে থাকুন, এইভাবে করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله শিশুর মুখ দিয়ে প্রথম শব্দ الله বের হবে।

আরও কথা বলা শুরু করলে তখন কালিমায়ে তায়্যিবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ الله বলা শেখান। কিছুলোক তাদের বাচ্চাদেরকে এটা শেখায় যে, আল্লাহ উপরে আছেন , অতএব বাচ্চাদেরকে যখন আদর দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যে বাবা! আল্লাহ পাক কোথায়? তখন সে তৎক্ষণাৎ আসমানের

দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে দেয়, বাচ্চাদেরকে এইভাবে ইশারা করে কখনো শেখাবেন না। মনে রাখবেন! সন্তানের সঠিক প্রতিপালনের শ্রেষ্ঠ সময় হলো শৈশব। কারণ শৈশবে যেসব সৎ ও সুন্দর অভ্যাস শেখানো যায়, জীবনের অন্য কোনো পর্যায়ে আর তা শেখানো সম্ভব হয় না। সন্তানকে আসা-যাওয়ার সময় ‘টাটা-বাইবাই’ শেখানোর পরিবর্তে যদি সালাম দেওয়া শেখান, তবে اِنۡ شَآءَ الله সে সারাজীবন এই অভ্যাস ছাড়বে না। যদি ছোটবেলায় সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়, তবে সে সারাজীবন মিথ্যাকে ঘৃণা করবে। একইভাবে, শৈশব থেকেই যদি সুন্নাত অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, কথা বলা, জুতো পরা, পোশাক পরা, মাথায় টুপি/পাগড়ি বাঁধা এবং চুলে চিরুনী করার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়, তবে সে কেবল নিজেও এসব পবিত্র অভ্যাস ধরে রাখবে না, বরং তার এই সুন্দর গুণাবলী তার সাথে থাকা অন্যান্য শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে। সন্তানের সঠিক প্রতিপালন না হওয়ার কারণে খোদা না করুক তারা যদি গুনাহের পথে পরিচালিত হয়, তবে এমন সন্তান দুনিয়াতে মা-বাবার অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হওয়ার পাশাপাশি পরকালেও মা-বাবার জবাবদিহিতার কারণ হতে পারে। যেমনটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: "তোমার সন্তানের উত্তম লালন-পালন ও শিক্ষা নিশ্চিত করো, কারণ তোমার সন্তান সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি তাকে কেমন প্রতিপালন করেছ এবং কী শিক্ষা দিয়েছ।" **(শুআবুল ঈমান, ৬/৪০০, হাদিস: ৮৬৬২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেদের সন্তাদেরকে উত্তম শিক্ষা প্রদান করুন? এটার জন্য আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ‘তরবিয়্যতে আউলাদ’ অধ্যয়ন করুন, এছাড়াও আলা হযরত

رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এর পুস্তিকা ‘সন্তানদের হক’ও অধ্যয়ন করুন আর মনে রাখবেন! শিশুদের প্রশিক্ষণের জন্য ভালো পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটা ব্যতীত সন্তানদের প্রশিক্ষণের স্বপ্ন কখনো পূরণ হতে পারে না।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শৈশবকালও ছিল অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। কারণ তাঁর মুবারক অস্তিত্বের বরকত ও রহমত শৈশব থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। আসুন! আমাদের অন্তরে প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইশক-ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি করার জন্য তাঁর মুবারক অস্তিত্ব থেকে প্রকাশ পাওয়া সেসব বরকতের কথা শুনি এবং আনন্দে আত্মহারা হই, যেমন

প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক অস্তিত্বের বরকত

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর দুধভাইয়ের সাথে মিলে ছাগল চড়াতেন। একদিন তাঁর দুধভাই নিজের মায়ের কাছে আরজ করলেন: "আম্মাজান! আমার দুধভাই যখনই কোনো শুষ্ক উপত্যকায় পা রাখেন, তখনই তার সতেজতা ও সবুজ শ্যামলতা ফিরে আসে। যখন ছাগলগুলোকে পানি পান করানোর জন্য কূপের কাছে আসেন, তখন পানি স্বয়ং উঠে কূপের মুখ পর্যন্ত চলে আসে। যখন তিনি ঘুমান, তখন বন্য হিংস্র পশুরা এসে তাঁর পদচুম্বন করে এবং যখনই তিনি রোদে ঘুমান, তখন মেঘ এসে সূর্যের উত্তাপ থেকে তাঁর ওপর ছায়া দেয়। এ কথা শুনে

হযরত হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বললেন: হে আমার প্রিয় বৎস! তোমার ভাইয়ের খেয়াল রেখো। **(আর-রওযুল ফাইক, পৃ:৩০৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের এমন একজন পবিত্র রাসূল যাকে মানুষের সাথে সাথে পশুরাও চিনতো যে, ইনি আল্লাহ পাকের আখেরী রাসূল, এই কারণে যে, যখন পশুরা রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারক দেখতো তখন তাঁর স্পর্শ পাওয়ার চেষ্টা করত আসুন! এই প্রসঙ্গে একটি ঈমান উদ্দীপক রুহানী ঘটনা শুনি, যেমন;

ইয়েমেনে সফর

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স মুবারক যখন ১০ বছর, তখন তিনি তাঁর চাচা জুবায়েরের সাথে ইয়েমেন সফরে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা এমন এক উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, যেখানে একটি ক্ষিপ্ত ষাঁড়-উট মানুষকে যাতায়াতে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু উটটি যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখল, তখন সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং নিজের বুক মাটিতে ঘষতে লাগল। রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের উট থেকে নেমে সেটির পিঠে সওয়ার হলেন এবং উপত্যকা পার হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। সফর শেষে ফেরার পথে দেখা গেল সেই উপত্যকাটি পানিতে ভেসে গেছে। ফলে পুরো কাফেলা সেখানে থেমে গেল। রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, তোমরা আমার পেছনে পেছনে এসো। তিনি উপত্যকার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সমস্ত কুরাইশ তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। মহান আল্লাহ পানি শুকিয়ে দিলেন। কাফেলা মক্কায়

ফিরে এসে সবাইকে এই ঘটনা বলল। তা শুনে সবাই বলল, এই শিশুটির শান-মর্যাদা সত্যিই অনন্য। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ২/১৩৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না; বরং আল্লাহ পাক তাঁকে বিশেষ নেয়ামত ও সম্মান দিয়ে ভূষিত করেছিলেন। তাই আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও মহিমা ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা। শুধু তাঁকেই নয়, বরং তাঁর পবিত্র সত্তাকে যারা ভালোবাসেন তাঁদেরকেও ভালোবাসা এবং তাঁর শানে বিয়াদবি করা লোকদের সংস্রব থেকে দূরে থাকা। এ উদ্দেশ্যে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত থাকুন, কারণ এই দ্বীনি পরিবেশের বরকতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই সুন্দর হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শৈশব মুবারকের কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

আহ! যদি সকল পিতা-মাতা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শৈশব মুবারককে অনুকরণ করে নিজ সন্তানদের সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রতিপালন করতে পারতেন! اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৩১ এর প্রতি তাকিদ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সীরাতের উপর আমল করা, নিজের চরিত্র সুন্দর করা এবং সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত থাকুন। যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিন। এই ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি অন্যতম দ্বীনি কাজ হলো প্রতিদিন 'নেক আমল' পুস্তিকা পূরণ করা। এই নেক আমল পুস্তিকা অনুযায়ী চলার বরকতে সুন্নাত ও অন্যান্য নেক আমল অনুশীলনের পাশাপাশি পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা গড়ে ওঠে। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত ৭২টি নেক আমলের মধ্যে ৩১ নম্বর নেক আমলটি হলো: "আপনি কি আজকে এই সুন্নাতগুলোর উপর কিছুটা হলেও আমল করেছেন? (যেমন: মিসওয়াক করা, ঘরে আসা-যাওয়া, ঘুমানো ও জাগরণ হওয়া, ক্বিবলামুখী হয়ে বসা ইত্যাদি) এই নেক আমলের উপর চলার বরকতে আমরা অসংখ্য সুন্নাতের অনুসারী হতে পারব। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে নেক আমলের উপর আমলকারী বানিয়ে দিন। اٰمِین

সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, সুগন্ধি ব্যবহারের সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২টি হাদিস লক্ষ্য করুন: ইরশাদ করেছেন: তোমাদের দুনিয়ার জিনিসগুলোর মধ্য থেকে তিনটি জিনিস আমার কাছে প্রিয় করা হয়েছে: সুগন্ধি, নারী এবং আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাযে।

(সুনানুন নাসায়ী, পৃ:৬৪৪, হাদিস: ৩৯৪৫) ইরশাদ করেছেন: চারটি জিনিস স্বয়ং নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত: বিবাহ, মিসওয়াক, লজ্জা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৮৮, হাদিস: ৩৮২) ☆ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুগন্ধির উপহার কখনো প্রত্যাখ্যান করতেন না। (সুন্নাত ও আদব, পৃ:৮৫) ☆ জুমার নামাযের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭৪, অংশ: ৪) ☆ নামাযে রবের সাথে মুনাজাত (কথোপকথন) হয়, তাই এর জন্য সৌন্দর্য বর্ধন করা ও আতর/সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। (নেকীর দাওয়াত, পৃ:২০৭) ☆ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা উন্নতমানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং অন্যদেরও তা ব্যবহারের তাগিদ দিতেন। (সুন্নাত ও আদব, পৃ:৮৩) ☆ যেকোনো অপ্রীতিকর গন্ধ বা দুর্গন্ধ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপছন্দ করতেন।

(সুন্নাত ও আদব, পৃ:৮৩)

ঘোষণা

সুগন্ধি ব্যবহারের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً

دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৭ আগস্ট ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

সুগন্ধি ব্যবহারের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

☆ পুরুষদের পোশাকে এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত যার সুবাস ছড়ায়, কিন্তু রঙের কোনো দাগ দৃশ্যমান হয় না। **(সুন্নাত ও আদব, পৃ:৮৫)** ☆ নারীদের জন্য সুগন্ধির নিষেধাজ্ঞা ওই ক্ষেত্রের জন্য, যখন সেই সুবাস পরপুরুষ পর্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু তারা যদি ঘরে এমন আতর লাগান যার সুবাস কেবল স্বামী, সন্তান কিংবা বাবা-মায়ের নিকটেই থাকে, তবে তাতে কোনো বাধা নেই। **(সুন্নাত ও আদব, পৃ:৮৫)** ☆ ইসলামী বোনদের এমন কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত নয়, যার সুবাস ছড়িয়ে পরপুরুষের নিকট পৌঁছায়। **(সুন্নাত ও আদব, পৃ:৮৬)** ☆ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: নারী যখন সুগন্ধি মেখে কোনো মজলিস বা জনসমাবেশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন সে এমন এবং এমন অর্থাৎ সে একজন ব্যভিচারিণী।" **(জামে তিরমিযী, ৪/৩৬১, হাদিস: ২৭৯৫)** ☆ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, তিনি তাঁর মুবারক মাথার চুল ও দাড়ি মুবারকে "কস্তুরী" (মুশক) লাগাতেন। **(সুন্নাত ও আদব, পৃ:৮৩)** ☆ এয়ার ফ্রেশনারের (রাসায়নিক কৃত্রিম সুগন্ধি) ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত।
(সুন্নাত ও আদব, পৃ:৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করার সময়কার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী ‘বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করার সময়কার’ দোয়া মুখস্ত করানো হবে। যথা:

صَلَّی اللهُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللهِ۔ قُرَّۃُ عَیْنِیْ بِکَ یَا رَسُوْلَ الله۔ اَللّٰھُمَّ مَتِّعْنِی بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ۔

অনুবাদ: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক। ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আপনি আমার চোখের শীলতা। হে আল্লাহ আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দাও।

(খযিনায়ে রহমত, পৃ:৯৬)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়ত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়ত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করিনি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয়নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের

প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد